সাহিত্য পত্রিকা
তেতাল্লিশ বর্ষ ঃ তৃতীয় সংখ্যা ঃ আষাঢ় ১৪০৭
বাংলা বিভাগ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Vol. 43 | No. 3 | 2000

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আরবি গদ্যশৈলীর বিকাশ (৬১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

Volume	43
Issue	3
Year	2000
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ ইউছুফ
Published online	June 1, 2000
DOI	10.62328/sp.v43i3.408
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v43i3.408
Pages	২১-৩০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা ॥ বাংলা বিভাগ ॥ তেতাল্লিশ বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা ॥ আষাঢ় ১৪০৭ ॥ জুন ২০০০ (প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০১)

Check for updates

আরবি গদ্যশৈলীর বিকাশ

(৬১০খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

মোহাম্মদ ইউছুফ*

বিশ্বের সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী প্রাচীন ভাষাসমূহের অন্যতম আরবি। আল্লাহ্ মানবজীবনের পরিপূর্ণ জীবনবিধান সংবলিত কুরআনুল কারীমকে বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)এর নিকট আরবি ভাষায় নাযিল করেছেন। কুরআনুল কারীমে উল্লেখ রয়েছে, "আমি কুরআনুল কারীমকে আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি, যাতে করে তোমরা এর সঠিক মর্ম উপলব্ধি করতে পারো।"[১]

আরো ইরশাদ হয়েছে,"আমি কুরআনকে আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি, যাতে করে তোমরা তা বুঝতে পার"[২]; হযরত মুহম্মদ (সাঃ)ও আরব দেশে প্রেরিত হন। আল্লাহর রাসুল বলেন, আরবিকে তোমরা তিনটি কারণে ভালবাসবে : যেহেতু আমি আরব, কুরআনের ভাষা আরবি এবং জান্নাতবাসীদের ভাষাও আরবি।[৩]

কুরআন ও হাদীসের ভাষাশৈলী উৎকৃষ্ট শব্দপ্রয়োগে ও স্বল্প কথায় গভীর তাৎপর্য প্রকাশে হৃদয়গ্রাহী। উপমা ও রূপকসহ বিভিন্ন অলংকারের দক্ষ ব্যবহার গদ্যরীতিকে সমৃদ্ধ, উন্নত, সাবলীল, গ্রহণযোগ্য ও বেগবান করেছে। আরবি সেমিটিক ভাষাসমূহের অন্যতম ভাষা। আরবরা সেমিটিক ভাষা বলতে বনু সামদের ভাষাকে বুঝে থাকে; তাদের মতে, বনুসাম হচ্ছে মেসোপটেমিয়া, আরব উপদ্বীপ ও সিরিয়ার অধিবাসীরা। এই ভূভাগের প্রসিদ্ধ ভাষাগুলোর মধ্যে রয়েছে আরবি, সূরিয়ানী ফিনিশীয়, আশুরী, ব্যবীলীয় ও হাবশী, এ গুলোর মধ্যে আরবি ভাষার স্থানই সর্বোচ্চ[৪]। অন্য সাহিত্যের ন্যায় আরবি সাহিত্যেরও প্রধান দুটো ধারা হচ্ছে গদ্য ও পদ্য।[৫]

জাহিলি যুগে পদ্যের ব্যবহার অপ্রতুল ছিল। কারণ গদ্য সাহিত্য সজ'[৬] অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ না-হওয়ায় তা মুখস্থ করা দুরূহ। সে যুগে শুধু জ্যোতির্বিদ, পুরোহিত এবং যাদুকরদের ভাষায় ব্যবহৃত কতক ছন্দোবদ্ধ গদ্যের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।[৭]

জাহিলি যুগের গদ্যশৈলী

রচনাশৈলী

উসলূব (শৈলী) শব্দটি একবচন, বহু বচনে আসালীব; বিভিন্ন অর্থে এর ব্যবহার রয়েছে।

---

* সহকারী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ঘন বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত মধ্যবর্তী সরুপথ।

২. দীর্ঘপথ।

৩. চলার পথ।

৪. শৈল্পিক পদ্ধতি।

৫. পন্থা।

৬. অনুসরণীয় রীতি।

৭. বক্তার বাচনভংগি।

পরিভাষাগত দিক থেকে উসলূবের বিভিন্ন সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

১. উসলূব হচ্ছে এমন এক বাক্যপদ্ধতি বা বাচনভংগি যা আলোচক তাঁর আলোচনা উপস্থাপনের প্রস্তুতি ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন।

২. এমন এক বাক্যরীতি যা বক্তা স্বীয় ভাব প্রকাশ এবং বক্তব্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বাছাই করেন।

৩. এমন এক প্রক্রিয়া যা শব্দ, বাক্য ও ভাবের সমন্বয়ে গঠিত। অনেক সময় একে বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যবহার না-করে শুধু সাহিত্যের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়।[৮]

আহমদ শায়েবের মতে, উসলূবের দুটি প্রয়োগক্ষেত্র রয়েছে: একটি ওপরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে; দ্বিতীয়টি হচ্ছে ," সমাজ ও পরিবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি ব্যাপার, যাকে বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণাপদ্ধতি অবলম্বনের ক্ষেত্রে এবং সাহিত্যিকগণ সাহিত্য, শিল্প, ঘটনা, বিতর্ক ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য প্রয়োগ করেন।[৯]

নাস্‌র (গদ্য) শব্দটি ক্রিয়ামূল; আরবি অভিধানে বিভিন্ন অর্থে এর ব্যবহার দেখা যায়। অর্থ:তৃষ্ণার্ত, বিক্ষিপ্তভাবে ছুঁড়েমারা, ব্যাপকতা, বিস্তৃতি, আধিক্য ইত্যাদি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে পাকস্থলীর বিক্ষিপ্ত খাদ্যের সাথে তুলনা করে অধিক বিক্ষিপ্ত কথাকে "নাস্‌র" হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যাপক প্রয়োগের প্রতি লক্ষ করে সাহিত্য সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের ছন্দহীন পৃথক পৃথক কথামালাকে "নাস্‌র" বলা হতো। পরবর্তীকালে সাহিত্যের বিশেষ ধারা ও রচনাবলিকে নাস্‌র (গদ্য) নামে আখ্যায়িত করা হয়।

অতএব, সাহিত্যের পরিভাষায় নাস্‌র হচ্ছে এমন সুবিন্যস্ত সুসজ্জিত রচনাশৈলী ও সাহিত্যরীতি যাতে ছন্দোমিল ও অন্ত্যমিল অনুপস্থিত; পদ্যের বিপরীতে বাংলা সাহিত্যে সেটা গদ্যরীতি ও ইংরেজি সাহিত্যে "Prose" হিসেবে পরিচিত।[১০]

অন্যকথায় এটা সাহিত্যের এমন একটি সাধারণ রীতি— যা ভাব ও বাস্তবতার সংমিশ্রণে সমাজ ব্যবস্থাকে হৃদয়গ্রাহী করে চিত্রায়িত করে। সাহিত্যসমালোচকগ "নাস্‌র" বা গদ্য সাহিত্যের এ-অর্থটি গ্রহণ করেন; আরো স্পষ্ট করে বলা যায় যে, এটি এমন এক ছন্দহীন কথামালা ও রচনাশৈলী যা প্রাণস্পর্শী সমৃদ্ধ শব্দরাজি ও বাক্যের সমষ্টি এবং ছন্দোবদ্ধ কাব্যরীতির বিপরীত।[১১]

গদ্যসাহিত্যের শ্রেণীবিন্যাস

আরবি গদ্যকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

১. আল্মুহাদাসা— কথামালা।

২. আল্কিতাবা— লেখন পদ্ধতি।

৩. আল্খিতাবা— বাকনৈপুণ্য।

১. **আল্মুহাদাসা** : এটা এমন কথা ও কাহিনী যা মানবজীবনের সমস্যার সমাধান, সংস্কার কল্যাণের বিভিন্ন প্রকরণ, বৈচিত্র্যময় জীবনের নানাবিধ চলমান সমস্যা ও সংকট নিয়ে রচিত, যা সমাজজীবনে প্রতিনিয়ত ঘটে। সংক্ষেপে বলা যায় মনের ভাব প্রকাশার্থে দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তা।[১২]

২. **আল্কিতাবা** : বর্ণ ও লিপির সাহায্যে চিত্রায়িত অর্থবোধক সুসজ্জিত রচনশৈলী, বাণী ও কথামালা যা সমাজের লোকশ্রুতিতে ও মুখে মুখে আলোচিত ও আবর্তিত হওয়ার লক্ষ্যে নয় বরং লেখার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষিত হয়।[১৩]

৩. **আল্খিতাবা** : দক্ষ, জ্ঞানী ও সুপণ্ডিত ব্যক্তির মুখনিঃসৃত মনোমুগ্ধকর প্রাণস্পর্শী কথামালা যা জনমণ্ডলীর সামনে উপস্থাপন করা হয়।

উপরোল্লিখিত বিভক্তি তথা শ্রেণীবিন্যাসসমূহ ছন্দহীন সহজ সরল সহজবোধ্য সাবলীল বাক্যসমষ্টিকে সমন্বিত করার রীতিতে রচিত হয়। এগুলো আন্নাসরুল মুরসালের* অন্তর্ভুক্ত: প্রবাদবাক্য, নীতিবাক্য, উপদেশবাণী, ভাষণ, কিচ্ছা-কাহিনী ও গল্প ইত্যাদি। এছাড়া আরবি গদ্যরীতিতে অন্ত্যমিল সম্বলিত রচনাপদ্ধতিকে "সজ" বলে। গদ্য সাহিত্যের এ উদাহরণগুলি হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয়।[১৪]

হযরত মুহাম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে আরব দেশের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। ঐতিহাসিকগণ সে সময়কে "আল্আইয়ামুল জাহেলীয়া" বা অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত করেছেন[১৫]। রাসুলের জন্মপূর্ব এক বা দেড় শতাব্দীকেই ইতিহাসবেত্তাগণ সে-নামে আখ্যায়িত করেছেন[১৬]।

কোন কোন ঐতিহাসিক প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে খ্রিস্ট্রীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বপর্যন্ত সুদীর্ঘ কালকে প্রথম জাহিলিযুগ, পঞ্চম শতাব্দী থেকে রাসুল (সাঃ)-এর নিকট অহী পাঠানো পর্যন্ত সময়কে দ্বিতীয় জাহিলি যুগ বলে উল্লেখ করেন[১৭]। যুগবিন্যাস নিয়ে বিতর্ক থাকলেও মহানবীর আবির্ভাবের পূর্বের একশ বছরকে সর্বসম্মতভাবে জাহিলি যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়[১৮]।

এযুগে শৈল্পিক মানসমৃদ্ধ গদ্যরীতির অস্তিত্ব ছিল। তবে বিশেষ ধরনের একজাতীয় গদ্য সাহিত্য ছিল যা স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা ও ছন্দমিলের অভাবের দরুন যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি[১৯]। সেই যুগে রচনা সাহিত্যের তেমন প্রচলন ছিলনা এবং ছান্দিক গদ্য ছাড়া সাহিত্যের অন্যধারাকে বিশেষ মূল্য দেওয়া হতো না।

---

* মুর্সাল হচ্ছে শ্লোকের শেষাংশে মিল ব্যতীত সাদা গদ্যরীতি; আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ-১৩২

জাহিলিযুগের গদ্যের শ্রেণীবিন্যাস

১. আল্‌মুহাদাসা : জাহিলিযুগে আরবরা কথাশিল্পের জন্য আলাদা কোন শব্দচয়ন রীতির অনুসরণ করতো না; বরং এ-পদ্ধতির শব্দসম্ভার, কবিতা ও বক্তৃতামালায় ব্যবহৃত শব্দ লিখিত সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। অলংকারশাস্ত্রের দিক থেকেও এ দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্য ছিলনা। তবে বিষয়ের উপযোগিতা ও বর্ণনার চাহিদার আলোকে বক্তব্য, কবিতা ও রচনারীতিতে যে-পরিমাণ অলংকার প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল তা এতেও ছিল। সে-যুগের কথাশিল্পের যা কিছু আমাদের কাল পর্যন্ত পৌঁছেছে তার অধিকাংশই শালীনভাব ও বিশুদ্ধ শব্দ সংবলিত ছিল[২০]।

২. আল্‌খিতাবা : খিতাবা হচ্ছে সুন্দর সুসজ্জিত শৈল্পিক মানসমৃদ্ধ কথামালা, যার বর্ণনা কল্পনাকে চমকপ্রদ করে এবং অলংকার শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে— যা স্বাধীনতা ও বীরত্ব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। এটা সুললিত কণ্ঠ , উৎকৃষ্ট বাচনভঙ্গি, হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনা, যথার্থ শব্দ চয়ন এবং শ্রুতিমধুর ভাষা-প্রয়োগ প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে। আরবরা দৃঢ়চেতা ও বলিষ্ঠ সত্তার অধিকারী মর্যাদাবোধসম্পন্ন জাতি। তারা তাদের বক্তৃতামালার মাধ্যমে স্বীয় বেদুঈন-সংস্কৃতি, জাতীয় গৌরব গাথা এবং কৌলীন্য ও মর্যাদা রক্ষার দিকে আরবদের আহ্বান করতো। এর মাধ্যমে প্রকাশ পেত তাঁদের মর্যাদা ও বীরত্বের চিত্র। এভাবে গোত্র ও দলপতি এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে উঠতো। বাল্যকাল থেকেই তারা তাদের সন্তানদের বক্তৃতার প্রশিক্ষণ দিত। আর তারা আশা করতো প্রত্যেক গোত্রের জন্য একজন সুদক্ষ, সুনিপুণ ও সফল বক্তা থাকবেন, যিনি তাদেরকে সদা সচেতন রাখবেন, প্রেরণা ও উৎসাহ যোগাবেন। গোত্রে একজন কবিও থাকবেন যিনি তাদের মর্যাদাকে সমুন্নত রাখবেন। কখনো কখনো দুটি গুণ এক ব্যক্তির মধ্যেও পাওয়া যেত[২১]।

জাহিলি যুগে আরবদের মধ্যে অনেক খ্যাতিমান বাগ্মী ছিলেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো : কাব বিন লুয়াই ও কয়েস বিন খারেজা বিন সেনান 'হারব' নামক স্থানের দাহেস ও ঘব্‌রা যুদ্ধের এবং খুয়াইলাদ বিন্‌ আমর আল গাতফানি ওকাজ মেলার খতিব ছিলেন। এমনি ভাবে ক্কুছ বিন সায়েদাহ আল্‌ আয়াদি[২২] আক্‌সম বিন্‌ স্বয়ফি, হাজিব বিন্‌ জুরারা আত্‌ তামেমি, হারেছ বিন আব্বাদ (মৃত্যু ৫৭০ খ্রি:), ক্কয়েস বিন্‌ মাসউদ, খালেদ বিন্‌ জাফর প্রমুখ ব্যক্তি নামজাদা খতিব ছিলেন।

জাহিলি যুগের গদ্য সাহিত্যিকগণ তৎকালীন কবি সাহিত্যিকদের ন্যায় অস্থিরচিত্ত ও ভবঘুরে ছিলেন[২৩]। ওকাজ মেলায় প্রদত্ত ক্কুছ বিন্‌ সা'য়েদাহ আল্‌ আয়াদির ভাষণের কিছু অংশ বাংলা অনুবাদসহ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

يا ايها الناس! اسمعوا أنه من عاش مات، ومن مات فات وكل ما هو آت آت ليل داج نهار ساج، وسماء ذات ابراج ونجوم تزهر، و بحار تزخر. وجبال مرساة وارض مدحاة وانهار مجراة. إن في السماء لخبرا، و إن في الارض لعبرا، ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون، ارضوا فأقاموا؟ أم تركوا فناموا؟ يقسم قس بالله قسما لا اثم فيه إن لله دينا هو ارضى لكم وافضل من دينكم الذى أنتم عليه انكم لتأتون من الامر منكرا."

> হে মানুষ, শোন আর স্মরণ রাখো, যে জন্মেছে সে মরবেই; আর যে মরবে সে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে, যা হবার তা হবেই। এই আঁধার রাত, এই উজ্জ্বল দিন, এই স্বচ্ছ সুশোভিত আকাশ, এ প্রদীপ্ত তারকারাজি, এ তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সাগর, এ স্থির পাহাড়-পর্বত, এ বিপুল বিস্তৃত সমতল ভূমি, নিত্য প্রবহমান নদী সাক্ষ্য দিচ্ছে নিশ্চয়ই আকাশে এক বিশেষ শক্তি আছে,আর পৃথিবীতে তার নিদর্শন বিদ্যমান। বল! এ লোকগুলো কোথায় চলে যায়। যেখান থেকে ওরা আর ফিরে আসে না। তারা কি সেখানে থাকবে বলেই স্থির করেছে? কিংবা পৃথিবীর সকল আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করে চিরনিদ্রায় নিমজ্জিত রয়েছে ? কুছ আল্লাহর শপথ করে আরো বলেছেন— নেই এ শপথে কোন শংকা ও পাপ। নিশ্চয়ই আল্লাহর রয়েছে এক দ্বীন যে-দ্বীন তোমাদের জন্য তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে নির্দিষ্ট করেছেন এবং যে-দ্বীন তোমাদের দ্বীন থেকে শ্রেষ্ঠতর। তোমরা অন্যায় অপছন্দনীয় কাজে লিপ্ত রয়েছ[২৪]।

আক্‌সম বিন স্বয়ফি[২৫] (মৃত্যু ৫৩০ খ্রী:) কর্তৃক কিস্‌রার (মৃত্যু ৫৭৯ খ্রী:) দরবারে প্রদত্ত ভাষণের কিয়দংশ বাংলা অনুবাদসহ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

إن أفضل الأشياء أعاليها و أعلى الرجال ملوكهم و أفضل الملوك
أعمها نفعا و خير الأزمنة أخصبها و أفضل الخطباء أصدقها. الصدق
منجاة و الكذب مهواة و الشر لجاجة و الحزم مركب صعب و العجز
مركب وطئ آفة الرأي الهوى. و العجز مفتاح الفقر خير الأمور الصبر.

> নিশ্চয়ই ওপরের বস্তু শ্রেষ্ঠ বস্তু। উঁচু স্তরের মানুষ হলেন রাজন্যবর্গ। যার দ্বারা প্রজা সাধারণের সার্বিক কল্যাণ সাধিত হয় তিনিই শ্রেষ্ঠ রাজা। যে-বছর প্রচুর শস্য উৎপাদিত হয় সেটিই উত্তম বছর; সত্যভাষী বাগ্মীই শ্রেষ্ঠ বাগ্মী; সত্য মুক্তি দেয়, মিথ্যা ধ্বংস করে। মন্দ কুস্বভাব ও নিকৃষ্ট, প্রজ্ঞা শক্তিশালী শকট। পরমুখাপেক্ষিতা হীনতার বাহন। কুপ্রবৃত্তি সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য বিপদস্বরূপ; কর্মবিমুখতা দারিদ্র্যের চাবিকাঠি। ধৈর্য উত্তম কর্ম[২৬]।

বাগ্মিতাশৈলীর পরিচয়

জাহিলি যুগের বাগ্মিতার ধরন ছিল ছন্দোবদ্ধ, ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ—নির্বাচিত সুন্দর শব্দগুচ্ছে ছোট ছোট বাক্য দ্বারা গঠিত। বাস্তবধর্মী নিখুঁত ও সুন্দর উপমা, প্রবাদ বাক্য, শিক্ষণীয় নীতি বাক্য প্রভৃতির মাধ্যমে বক্তব্যকে শক্তিশালী হৃদয়গ্রাহী, জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করে তোলা হতো। সে-সকল বক্তব্যে এমন কিছু কবিতা চয়ন করা হতো, যা সমাজজীবনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে ও মানবহৃদয়ে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়[২৭]।

৩. **আল্ আমছাল** : এটা প্রাচীন আরবি গদ্যের একটি বিশেষ শাখা। তদানীন্তন যুগের প্রবাদ গুলো ছিল ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত বাক্য দ্বারা গঠিত এবং সঠিক ও সত্যনিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এগুলোর অধিকাংশই সাধারণ লোকদের চিন্তাপ্রসূত বাক্যাংশ এবং বিশিষ্ট লোকদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের অভিজ্ঞতালব্ধ বাণী থেকে চয়নকৃত, যা পরবর্তী সময়ে মানবসমাজের জন্য পথের দিশারী হিসেবে ব্যবহৃত হয়[২৮]।

আরব দেশে প্রচলিত কয়েকটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাংলা অনুবাদসহ নিম্নে নমুনা হিসেবে পেশ করা হলো :

ক. إن المثل صوت الشعب অর্থাৎ– নিশ্চয়ই প্রবাদ জাতীয়তাবোধের প্রতিধ্বনি[২৯]।

খ. إنك لا تجني من الشوك العنب অর্থাৎ– তুমি কন্টকমুক্ত বৃক্ষ রোপণ করে আঙুরের আশা করতে পার না।

গ. كما تدين تدان অর্থাৎ– যেমন কর্ম তেমন ফল।

ঘ. قبل الرمى يرام السهام অর্থাৎ– তীর নিক্ষেপের পূর্বে লক্ষ্য স্থির কর।

ঙ. مصائب قوم عند قوم فوائد অর্থাৎ– কারো সর্বনাশ, কারো পৌষমাস।

চ. الولد سرُّ أبيه অর্থাৎ– যেমন বাপ তেমন বেটা।

ছ. عيٌّ صامت خير من عيٍّ ناطق অর্থাৎ– কথা বলে বোকামি করার চেয়ে চুপ থেকে বোকামি করা ভাল[৩০]।

৪. **ওসিয়ত :** ওসিয়তও এক ধরনের বক্তৃতা, তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, বক্তৃতা সাধারণত সামষ্টিক জনগোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে প্রদান করা হয়, আর ওসিয়ত সুনির্দিষ্ট এক বা একাধিক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলা হয়। মৃত্যুপূর্বে অথবা বিশেষ কোন সময়ে প্রিয়জনের উপদেশ দেয়ার বা কিছু বলে যাওয়ার প্রথা প্রাচীন আরবেও প্রচলিত ছিল। সে ধরনের কথামালাকে ওসিয়ত বলা হয়[৩১]।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও ভাষাবিদ পণ্ডিতদের চেষ্টায় সেধরনের কিছু ওসিয়ত সংরক্ষিত হয়েছে। এগুলোর কয়েকটি নমুনা অনুবাদসহ নিম্নে প্রদত্ত হলো। একটিতে একজন বেদুঈন মহিলা তার সদ্যবিবাহিত কন্যাকে উপদেশ দিচ্ছেন। প্রাচীন আরবে আদর্শ নারীর রূপ কি ছিল উপদেশটি তার সুন্দর পরিচয় বহন করে—

أي بنية! أن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت
لذلك منك ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن إمراة
استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس

হে আমার কন্যা! শিক্ষায় ও শিষ্টাচারে উন্নত হওয়ার কারণে যদি কাউকে উপদেশ দিতে না হতো তবে তুমি হতে তাদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু উপদেশ অসতর্ককে সতর্ক করে এবং বুদ্ধিমানকে সহায়তা করে। পিতা-মাতার স্নেহ ও ধন-দৌলত যদি কোন মেয়ে সন্তানকে বিবাহের মুখাপেক্ষী না-করতো তবে তুমিই হতে তেমন একজন[৩২]।

যুহয়র ইব্‌ন জ'নাব কালবী তাঁর সন্তানদের ওসিয়ত করছেন——

يا بني قد كبرت سني وبلغت حرسا من دهري فاحكمتني التجارب و
الامور تجربة واختيارا فاحفظوا عني ما اقول وعوه اياكم والخور
عند المصائب والتوكل عند النوائب فإن ذلك داعية الغم وشماتة
للعدو وسوء الظن بالرب . واياكم ان تكونوا بالاحداث مغترين و
لها آمنين ومنها ساخرين . فانه ما سخر قوم قط الا ابتلوا ولكن
توقعوها فإنّ الانسان في الدنيا غرض تعاوره الرماة فمقصر دونه
ومجاوز لموضعه وواقع عن يمينه وشماله ثم لابد انه يصيبه

হে বৎসগণ! আমি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি, কালের বিবর্তন ও পরিক্রমা দেখেছি, জীবনের অসংখ্য অভিজ্ঞতা আমাকে দৃঢ়তা ও পূর্ণতা দান করেছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার অপর নামই জীবন ও জীবনের ক্রিয়াকাণ্ড। আমি যা বলছি মনোযোগ সহকারে শোন ও হেফাজাত করো। সাবধান বিপদে ধৈর্যহারা হয়োনা এবং নিজের কাজ অন্যের ওপর ছেড়ে দিওনা। অন্যথায় তোমরা দুঃখ পাবে, তোমাদের দুশমন খুশি হবে এবং তোমরা প্রভুর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করবে। মনে রেখো, কালের আবর্তনকে হালকাভাবে দেখোনা, কখনো যুগ-পরিক্রমার প্রতি অবহেলা ও অবজ্ঞা করো না এবং এ থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে থেকোনা কারণ যে-ব্যক্তি কালের গতিকে অবজ্ঞাভরে দেখেছে সে বিপদে পতিত হয়েছে। তোমরা সময়ের বিপর্যয়ের অপেক্ষা কর। মানুষ এ-দুনিয়ায় শিকারীর তীরের লক্ষ্যস্থল স্বরূপ। তীর বর্ষিত হচ্ছে, হয়তো লক্ষ্যস্থলে কোন সময় পৌঁছেনা, আবার হয়ত লক্ষ্যচ্যুত হয়ে ডানে বামে চলে যায়, কিন্তু কোন-না-কোন সময় নিশ্চয় একটি তীর লক্ষ্যস্থল ভেদ করবে[৩৩]।

৫. সজ 'আল্ কাহ্হান' : জ্যোতিষীদের মধ্যে এক প্রকার ছন্দোবদ্ধ বক্তৃতার প্রচলন ছিল যার বাক্যগুলো ছোট ছোট। আর জ্যোতিষবিদ্যা হলো অদৃশ্য বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা। এ-ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণীয় পদ্ধতি হলো অতীতকালের ঘটনাবলির ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের কোন বিষয়ের সংবাদ প্রদান করা। এ বিদ্যা সম্পর্ক আরবদের স্পষ্ট ধারণা হলো তারা অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত। তারা তাদের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শের জন্য জ্যোতিষীদের কাছে যেতো। তাদের মাধ্যমে বিরাজমান দ্বন্দ্বের সমাধান করতো, স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতো, রোগমুক্তি কামনা করতো। তৎকালীন প্রখ্যাত জ্যোতিষীদের মধ্যে শাক্ক আন্‌মার (মৃত্যু ৫৭৩ খ্রি:) ও সাতিহ আল্‌জাব্বি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন[৩৪]।

৬. আল কিতাবা : মনের ভাব প্রকাশ পায় এবং কথা যাতে স্থান-কালের গণ্ডী পার হয়ে স্থায়ীরূপ লাভ করতে পারে মানুষ সে-জন্য দীর্ঘকাল ধরে চেষ্টা করছে। তার ফলে সভ্য সমাজে লিপির উৎপত্তি। লিখতে পারা সভ্যতার একটি বড় নিদর্শন[৩৫]।

সাহিত্যিকদের পরিভাষায় কিতাবা-লেখনী সাহিত্যের নির্দশন হলো গ্রন্থাদি, চিঠিপত্র ও রচনা শিল্প, আর এ-অর্থে লেখনী সাহিত্যের অত্যাবশ্যকীয় একটি অংশ হলো (আরবি) হস্তলিপি। আরবি লিপির উদ্ভব হয়েছে প্রাচীন মিসরীয় লিপি থেকে। আর মিসরী লিপির জন্ম ফিনিসীয় লিপি, সেখান থেকে উদ্ভব হয়েছে আরামীও। মুসনাদও এক প্রকার লিপি দক্ষিণ আরবে মুসনাদ লিপির শাখাগুলোকে সাফাবী, সামুদী ও লিহয়ানী বলা হতো[৩৬]।

অন্য অর্থে লেখনী সাহিত্যের দ্বিতীয় দিকটি হলো চিঠিপত্র ও গ্রন্থ রচনা। এটা প্রত্যেক সভ্য জাতি, সৃশৃঙ্খল রাষ্ট্র, বিভিন্ন দফতর, নানা শ্রেণীর শিল্পের প্রচলন ও উন্নয়নশীল কৃষি ইত্যাদি বিষয়ের জন্য খুবই জরুরি। তৎকালে এর কিছু কিছু নিদর্শন দক্ষিণ আরবের "তুব্বা" রাজ্যে এবং উত্তর আরবের হীরা ও গাস্সান রাজ্যে বিদ্যমান ছিল।

এ ধরনের শিল্পকর্ম নির্মাতাদের মধ্যে আদিবিন্ যায়েদ আল্ আবাদি এবং তার ছেলে ছাড়া অন্যদের পরিচয় ইতিহাস থেকে হারিয়ে গেছে। তাঁরা ছিলেন তৎকালীন পারস্য সম্রাট কিস্রার (মৃ: ৫৭৯ খ্রি:) দরবারের লেখক ও সাহিত্যিক। ধারণা করা হয়, জাহিলি যুগে মধ্য আরবের অধিবাসীরা লিপিমালার সাথে পরিচিত ছিলনা। তারা পরে একটি লিপি আয়ত্ত করে। তার প্রমাণ হিসেবে তাদের কাছ থেকে সংকলিত একটি উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদত্ত হলো: তারা তাদের চিঠি-পত্রের প্রারম্ভে লিখতেন باسمك اللهم من فلان الى فلان اما بعد. যার বাংলা অর্থ হলো, হে আল্লাহ তোমার নামে অমুক থেকে অমুকের কাছে তার পর[৩৭]।

জাহিলি যুগের গদ্যের বৈশিষ্ট্য

জাহিলি যুগের আরবি গদ্য সাহিত্যের সঠিক নমুনা দুষ্প্রাপ্য। বিভিন্ন সূত্রে যতটুকু সন্ধান পাওয়া যায় তাও খুব প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য নয়। এতদসত্ত্বেও যতটুকু তথ্য হাতে আছে তার ভিত্তিতে তদানীন্তন গদ্য সাহিত্যের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হলো :

১. জাহিলি যুগে আরবি গদ্য লেখকেরা উপযুক্ত শব্দচয়ন ও যথার্থ ছন্দবিনির্মাণে অতটা পারদর্শী ছিলেন না; তাঁরা অর্থবোধক সামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দ নির্বাচনকেই যথেষ্ট মনে করতেন।

২. তারা ছন্দোবদ্ধ গদ্য তৈরির জন্য নিজেরা তেমন চেষ্টা না-করে জ্যোতিষী ও গণকদের ছন্দোবদ্ধ গদ্যের ওপর প্রধানত নির্ভরশীল ছিলেন।

৩. ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের বাক্য গঠনই তৎকালীন গদ্য সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। লেখকেরা অধিক পরিমাণে প্রবাদ-প্রবচন ও উপদেশাবলির সমন্বয় সাধনকেই যথেষ্ট মনে করতেন।

৪. একই অর্থে ব্যবহৃত একাধিক বাক্যের পুনরাবৃত্তি করতেন না, যেমনটি আল্লামা জাহিয (মৃত্যু ৬৯ খ্রি:) ও তাঁর সমকালের অন্যান্য সাহিত্যিক করতেন।

৫. অর্থ ও তাৎপর্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ না-করে বাক্য ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত করার প্রতিই তারা অধিক গুরুত্ব দিতেন।

৬. তাঁরা অধিক পরিমাণে ইঙ্গিতজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করতেন যা প্রকৃত অর্থের কাছাকাছি ভাব প্রকাশক ছিল[৩৮]।

ডক্টর আহমাদ শায়বের ভাষায় জাহিলি যুগে গদ্য সাহিত্যের উপজীব্য বিষয় ছিল মরুবাসী আরব বেদুঈনদের জীবনচিত্র, অজ্ঞতা ও অস্থিতিশীলতা ইত্যাদি। তারা অধিকাংশ সময় অনুভুতির ওপর নির্ভরশীল হতেন। বিরান ঘরবাড়ি, বংশের শ্রেষ্ঠত্ব, গর্ভধারিনী ও প্রসূতি উষ্ট্রী এবং দ্রুত গতিসম্পন্ন অশ্ব প্রভৃতি থেকে তাঁরা সাহিত্যের রসদ সংগ্রহ করতেন[৩৯]।

জাহিলি যুগের গদ্যশৈলীর কিছু পরিচয় ওপরে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। তাদের গদ্যসম্ভার তেমন সংরক্ষিত হয়নি। সামান্য কিছু নমুনা কয়েকটি গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রবাদ বাক্যগুলো তাদের গদ্যরীতির উজ্জ্বল নিদর্শন।

তথ্যনির্দেশ

১. *আল্ কুরআন,* সুরা ইউসুফ-৩

২. *আল্ কুরআন,* সুরা আল্ ইমরান-৪৩

৩. *আল্ বায়হাকী ফি সুয়াবিল ঈমান* গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, আ.ত.ম. মুছলেহউদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস,* ইসলামিক ফাউণ্ডেশন , ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১

৪. ত্বাহা হুসাইন, *মিন হাদিস আল্ শির ওন্নাসর,* কায়রো, দার আল মা'রিফ, ১০ সংস্করণ, পৃ. ১১

৫. প্রাগুক্ত।

৬. ভাষাবিদদের মুতে সজ' হলো একই ছন্দ বাক্যের পুনরুক্তি বা পুনরাবৃত্তি। ইবনু দুরায়দ (মৃ-৯৩৪ খ্রি.) বলেন যে. سجعت الحمامة (কবুতর বার বার বাকুম বাকুম করছে) থেকে সজ' কথার উৎপত্তি, কারণ গদ্যের সজ' রীতিতে একই আওয়াজের বার বার আবৃত্তি হয়, (কাযী আবুবকর আল্ বাকিল্লানী, *কিতাবু ইযাজিল কুরআন আল্ ইত্কানের হাশিয়া,* মাতব'অতু হিজাযী, কায়রো, পৃ-৯১-৯২)

৭. ত্বাহা হুসাইন, *ফি আল্আদাব আল্ জাহিলী-দার আল্ মা'রিফ,* ১৬তম সংস্করণ, কায়রো, পৃ-৩৩৫

৮. *আল্মাজাল্লাতুল আরাবিয়া,* আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা-২, জুন ১৯৯৬, পৃ-১৫৫

৯. আহ্মদ শা'য়ব, *আলউসলুব,* ৮ম সংস্করণ, কায়রো, মাকতাবাতুন্ নাহ্দা-১৯৮৮, পৃ-৪০-৪১

১০. *অন্ নস্‌র অল্'আব্বাসী,* কুল্লিয়াতুল আদব, কিস্‌মুল লুগাতিল্ আরাবিয়া, জামিয়াতু মালিক সউদ, ২য় অধ্যায়, ১৯৯২, পৃ-১০

১১. প্রাগুক্ত

১২. শায়খ আহমদ্ আল্ ইসকান্দারী; *আল্ ওসীত ফি আল্ আদাব আল্ আরাবী ওয়া তারীখিহী,* ৭ম সংস্করণ, মাতাবায়া আল্-মায়ারেক; কায়রো, ১৯২৮, পৃ-২৩

১৩. প্রাগুক্ত

১৪. আহমদ হাসান যাইয়্যাত, *তারিখ আল্আদাব আল আরবি,* ২৪তম সংস্করণ, দার আন্নাহদা, কায়রো, পৃ-১৮

১৫. আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস,* প্রাগুক্ত, পৃ-৪

১৬. আহম্মদ হাশেমী, *জাওয়াহেরুল আদাব,* ২য় খণ্ড, ২১তম সংস্করণ, মাক্‌তবাতুত্ তিজারিয়া, কায়রো, ১৯৬৪, পৃ-১২

১৭. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ-৬

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ-৭

১৯. *মিন্ হাদিস আল্ শি'র ওন্নাস্‌র,* প্রাগুক্ত, পৃ-২৫০

২০. *আল ওসীত,* প্রাগুক্ত, পৃ-২৩

২১. আহমদ হাসান যায়্যাত, *তারিখ আল্‌আদাব আল আরবি,* পূর্বোক্ত, পৃ-১৮

২২. ক্বুছ নাজরানের বিখ্যাত খ্রিস্টান পাদরী ও দার্শনিক ছিলেন। তার বক্তৃতার ভাষা ছিল সহজ ও ভাবাবেগে পরিপূর্ণ, বিষয়বস্তু ছিল ধার্মিকতায় আকর্ষণীয়। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। ৬০০ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। (আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস,* প্রাগুক্ত, পৃ-১০৮-১০৯)

২৩. *ফি-আল্ আদাব আল জহিলী,* প্রাগুক্ত, পৃ-৩৩১

২৪. *জাওয়াহিরুল্ আদাব আল্ জাহিলী,* প্রাগুক্ত, পৃ-১৯

২৫. আক্‌সম আরবের জ্ঞানী ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। তিনি বাগ্মিতায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি অল্প কথায় গভীর ও বিস্তৃত তত্ত্ব প্রকাশ করতেন। তার ভাষা ছিল শ্রুতিমধুর। ছন্দোবদ্ধগদ্যের ব্যবহার তার বক্তৃতায় বিরল। তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। (আ.ত.ম. মুছলেউদ্দিন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস,* প্রাগুক্ত, পৃ-১০৯-১১০)

২৬. প্রাগুক্ত

২৭. আহমদ হাসান যায়্যাত, *তারিখ আল্ আদাব আল আরবি, পূর্বোক্ত,* পৃ-১৯

২৮. ডক্টর ওমর ফররুখ, *তারিখ আল আদাব আল আরাবি,* ১১তম খণ্ড, দারুলইল্‌ম বয়রুত, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯২৩-খ্রি, পৃ-৮৯

২৯. আ.ত.ম. মুছলেহউদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস,* প্রাগুক্ত, পৃ-১০৪

৩০. প্রাগুক্ত।

৩১. ডক্টর উমর ফররুখ, *তারিখ আলআদাব আল আরাবি,* প্রাগুক্ত, পৃ-৮৯-৯০

৩২. আ.ত.ম. মুছলেহউদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস,* পৃ-১১১

৩৩. প্রাগুক্ত,

৩৪. *আল্‌ওসীত,* প্রাগুক্ত, পৃ-৪১

৩৫. আ.ত.ম. মুছলেহউদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস,* পৃ-১১৪

৩৬. *আল্ ওসীত,* প্রাগুক্ত, পৃ-৩৪

৩৭. *জাওয়াহিরুল আদব,* ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ-২০

৩৮. *আল্ ওসীত,* প্রাগুক্ত, পৃ-২১-২২

৩৯. আহমদ শায়ব, *আল্ উসলূব,* ৮ম সংস্করণ, ১৯৮৮, মাকতাবাতু আন্ নাহদা, কায়রো, পৃ-১২৩-১২৪